দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 6 ...

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডে দুর্নীতি ও অনিয়ম

।। সৈয়দ মেসবাহউদ্দিন ।।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সব দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে বোর্ডের কতিপয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারী জড়িত রয়েছেন। সম্প্রতি এসব দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে বেশ কিছু বিভাগীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের পুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের পুস্তকাদির শিক্ষাক্রম নিয়ন্ত্রণ করার মত

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

টেকস্টবুক বোর্ড

প্রথম পৃঃ পর

গুরু দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানটির উপর। ১৯৮৮ সালের শিক্ষা বর্ষের জন্য যে ছাপার এলোটমেন্ট দেয়া হয়েছে তাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮৬ সালে ২০তম বোর্ড সভায় মুদ্রণ প্রকাশনা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে যারা রয়েছেন তারা হলেন, চেয়ারম্যান (এনসিটিবি, ঢাকা), মহাপরিচালক (প্রাথমিক), মহাপরিচালক (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির একজন প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির একজন প্রতিনিধি, সদস্য (টেক্সট বুক) এন সিটিবি ইউনিসেফের একজন প্রতিনিধি এবং ইউএনডিপি-এর একজন প্রতিনিধি।

এই উপদেষ্টা কমিটি বই মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যাপারে বোর্ডকে পরামর্শ দানের অধিকার রয়েছে। এবং কম পক্ষে বছরে দু'বার এই উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু এই কমিটি গঠনের পর অদ্যাবধি একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়নি। উপদেষ্টা কমিটির প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউ কেউ বারবার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। উপদেষ্টা কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হলে বোর্ডের অভ্যন্তরের অনেক অনিয়ম এবং দুর্নীতির জন্ম নিতে পারতো না বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

বিভিন্ন অভিযোগ

বোর্ড অভ্যন্তরে বই মুদ্রণ এবং এ্যালোটমেন্টের ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে সম্প্রতি মন্ত্রণালয় থেকে বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট বিভিন্ন অভিযোগের ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তাৎক্ষণিকভাবে বোর্ড সদস্যদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয় বলেও বোর্ডের চেয়ারম্যান এ প্রতিনিধিকে জানান। বোর্ডের চেয়ারম্যান বেশ কিছু অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮৭ ইং শিক্ষা বর্ষে প্রিন্টার্স কনসর্টিয়াম নামে একটি প্রেসকে শিশু শ্রেণীর ৫০ হাজার বই ছাপার জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। এই বই ছাপার জন্য উক্ত প্রেসকে বোর্ড কর্তৃক ৫০০ রিম বিদেশী অফসেট কাগজ সরবরাহ করা হয়।

কিন্তু উক্ত প্রেস সরবরাহকৃত সমুদয় কাগজ খোলা বাজারে বিক্রি করে দেয়। ফলে অদ্যাবধি এ প্রেস বোর্ডের বই সরবরাহ করতে পারেনি।

মন্ত্রণালয়ের চিঠি পাওয়ার পর বোর্ড সদস্যদের বৈঠকে উক্ত প্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। উক্ত প্রেসটির মালিকানা জনৈক বোর্ড সদস্যের স্ত্রী।

এছাড়া শামীম প্রেস, এসোসিয়েটেট প্রেস, লেখা আর্ট প্রেস, ইসলামিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কার্স, গোমতী প্রিন্টার্স প্রভৃতি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান বোর্ডের কাজ না করে বোর্ডের দেয় প্রায় ১৪ লাখ টাকার কাগজ খোলা বাজারে বিক্রি করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এসব অভিযুক্ত প্রেসগুলোর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে বোর্ড সূত্রে জানা গেছে। তবে অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে, এসব ব্যাপারে সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও বোর্ডের দুর্নীতিপরায়ণ কিছু কর্মকর্তাগণ এসব অভিযুক্ত মুদ্রণ সংস্থাকে পুনরায় বই ছাপার এ্যালোটমেন্ট দিয়েছে।

এছাড়া এ্যালোটমেন্ট দেয়ার ব্যাপারেও বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। জাতীয় স্বার্থেই এ ধরনের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।